Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

ব্রাত্য বিপ্লবের গৌরবগাথা: চুয়াড় আন্দোলন ও লোকগান

ডঃ অভিজিৎ সরকার (পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা কৃত্যক),
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক,
সরকারী মহাবিদ্যালয়, মানবাজার-২, শুশুনিয়া, কুমারী,
পুরুলিয়া, ৭২৩১৩১, পঃবঃ।

সূচীমুখ:

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উপজাতীয় আন্দোলনগুলি বর্তমানে পাঠ্য ইতিহাসের মূল স্রোতে জায়গা করে নিলেও, প্রচলিত উচ্চবর্গীয় ইতিহাস এখনও যেন এদের খানিকটা অনুকম্পার নজরে দেখে থাকে, তাই বর্তমান সন্দর্ভের শীর্ষনামে আমি চুয়াড় উপজাতীয় আন্দোলনকে 'ব্রাত্য বিপ্লব' বলেছি। এই সন্দর্ভে আমি লোক কবিদের রচিত চুয়াড় আন্দোলন তথা তার নেতাদের কেন্দ্র করে রচিত গৌরব গাথাগুলিতে আন্দোলন ও তার নেতাদের সম্পর্কে যে সব সত্য ও কল্প ভাষ্য রচিত হয়েছে, সেগুলির একটি তত্ত্বতালাশ করতে চেয়েছি। এই সূত্র ধরে আন্দোলনের ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতি, লোক-মিথ এবং আঞ্চলিক লোক-ইতিহাসের বাঁকগুলিকে নিরিক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, বর্তমান সন্দর্ভটিকে মৌখিক প্রকরণ-এর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার লোকগানকে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ আকর রূপে বিশ্লেষণ করার একটি প্রয়াসও বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গত প্রকাশ থাকুক যে, ইতিহাসের মৌখিক প্রকরণ চর্চা হোলো সেই চর্চা-পদ্ধতি, যেখানে মৌখিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ইতিহাসের নির্মাণের কথা বলা হয়। আমরা জানি, মানুষের মনস্তত্ত্বে যৌথ স্মৃতি একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে, যা মৌখিক ঐতিহ্যে কালানুক্রমে প্রবাহিত হয়। সাধারণভাবে পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়সমূহ এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়, কারণ এগুলি তার আত্মপ্রকাশের প্রথম ও প্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র। কিন্তু তাই বলে, রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক বিষয়সমূহও এর নজর এড়িয়ে যায় না। তাই মৌখিক ঐতিহ্যের যে কোন শাখাকে রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম নির্ভরযোগ্য আকর রূপে ব্যবহারের চেষ্টা করা যেতেই পারে। বিশেষতঃ, লৌকিক আঞ্চলিক ইতিহাস, যা বর্তমানে, ইতিহাস বিদ্যাচর্চার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক এবং উপাদানের স্বল্পতার কারণে এর মসৃণ গতিটি প্রায়শঃই বাধাপ্রাপ্ত হয়; তার নিরিখে ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই ধরণের অপ্রচলিত সূত্রগুলির সঠিক ব্যবহার আমাদের ইতিহাস বোধকে সমৃদ্ধ করবে নিশ্চিতভাবেই! তবে একথাও প্রকাশ থাকুক যে, লোকগান একদিকে অলিখিত, অন্যদিকে সমষ্টির সৃষ্টি হওয়ার কারণে ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠা থেকে কখনও-সখনও বিচ্যুত হয়—আমি মান্য আকর বিশ্লেষণের সাহায্যে সেরকম দু-একটি ভ্রান্তি

অবশ্যই অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছি। কখনও আবার লোক-কল্পনার রকমটি বুঝতে যেয়ে, ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেয়েছি ; প্রসঙ্গত প্রকাশ থাকুক, লোক কবিরা মূলতঃ সাহিত্যিক অথবা নিছক পর্যবেক্ষক জনতা; কোনমতেই ঐতিহাসিক নন, সুতরাং তাদের দেওয়া তথ্যের সবটুকু ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করা নিশ্চিতভাবেই সমীচিন নয়। এই বিচারে আমার এই রচনাটি একদিকে যেমন ইতিহাসের একটি পাঠ, তেমনই এটি লোক সাহিত্যের একটি ঐতিহাসিক পাঠ রূপেও বিবেচিত হতে পারে। সুতরাং এই নিবন্ধটিতে পাঠক একটি আর্ন্ত-বিষয়ক পাঠ (Inter Disciplinary Studies) আস্বাদনের সুযোগ পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। এই মৌল আদর্শটিকে সামনে রেখে, বর্তমান সন্দর্ভটি বহু আলোচিত চুয়াড় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকা, যেটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না, যা তৎকালে কখনও জঙ্গলমহল, কখনও বা মানভূম এবং একালে পুরুলিয়া নামে সমধিক পরিচিত, তার নিপীড়িত জনতার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরটির গভীরতা ও সফলতা আন্দাজ করার প্রয়াস বলেও বিবেচিত হতে পারে। এই প্রতিবাদ সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীমায় সমকালীন লোক শিল্পীদের চেতনায় ধরা দিলো। যার ফসল রূপে উঠে এলো কিছু লোকগান। যেগুলি একদিকে ঔপনিবেশিক শোষণ ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরলো, অন্যদিকে আন্দোলনের বিশিষ্ট চরিত্রগুলির বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকার কথা চিত্রিত রাখলো তাদের মৌখিক সাহিত্যে। এগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু মাত্রই জানেন।

সমগ্র বিষয়টি তিনটি ভাগে বিন্যস্ত। প্রথমে, চুয়াড় আন্দোলন কি ও কেন, এর নানান বিন্যাস ও বিবর্তন, আঞ্চলিক প্যাটার্ন, বিপ্লবীদের কথা, তৎসহ আন্দোলনের সবচাইতে বিতর্কিত অধ্যায়-গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামাকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখা কয়েকটি লোকগানের উল্লেখ ও সেগুলিতে উল্লিখিত কাহিনীগুলির বিশ্লেষণ ও সেই সূত্রে পুরুলিয়া অঞ্চলের চুয়াড় আন্দোলনের বিস্তার, চরিত্র, পরিণতি, বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ এবং জনতার সংগ্রামী ভূমিকা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি, যা একই সঙ্গে পাঠককে মৌখিক-প্রকরণের তথা লোকগানের ইতিহাসের অন্যতম আকর রূপে ব্যবহৃত হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনাটির সঙ্গে পরিচয় করাবে। অতঃপর তৃতীয় স্তরে আমার অনুসিদ্ধান্তের কথা বলতে চেয়েছি।

....

.....

চুয়াড় আন্দোলন ও গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা মানভূম ও তৎসংলগ্ন এলাকার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ , রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘস্থায়ী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলির মধ্যে প্রধানতম। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের সাম্রাজ্যবাদী ভৌমিক আগ্রাসন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে উপজাতীয় এলাকাগুলিতে সমস্ত শক্তি বিনিয়োগ করে, যা ন্যায়-নীতি ও আইনী বিচারে অবশ্যই দেশীয় রীতি-পদ্ধতি ও আইনকে সরাসরি

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

বুড়ো আঙুল দেখিয়েছিলো। এই ঘটনাটা স্থানীয় কৃষি-অসন্তোষ ও আঞ্চলিক সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা-বিন্যাসে অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে ওঠে। ১৭৬৫-এর দেওয়ানী লাভের সময় থেকে এই প্রবণতার সূত্রপাত; যদিও প্রথমদিকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী এই প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে এব্যাপারে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারে নি। এই এলাকাগুলি মোটের ওপর ছিলো মেদিনীপুর চাকলার অন্তর্গত; ১৭৬০-এর সময় বাঙলার নবাবের কাছ থেকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী এর জমিদারী স্বত্ব লাভ করেছিল।[১] মেদিনীপুর চাকলার পাহাড় ও পর্বতবেষ্টিত উত্তর ভাগের অংশ ছিলো দক্ষিণ পুরুলিয়া, দক্ষিণ বাঁকুড়া ও ধলভূম। এখানকার জমিদাররা সরকারী কাগজ-কলমে 'জঙ্গল জমিদার' রূপে পরিচিত ছিলেন, প্রাকৃতিক দুর্গমতা ও বিচ্ছিন্নতা হেতু সরকারী হস্তক্ষেপ ও সক্রিয়তা এদের ওপর সেভাবে কাজ করতো না। উপায়ান্তর না দেখে কোম্পানী সামরিক হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়; ১৭৬৭-র জানুয়ারী থেকে ১৭৬৮-এর জানুয়ারীর মধ্যে একাধিক সমরাভিযান সাময়িক ভাবে জমিদারদের কিছুটা নত করে।[২] পাশাপাশি কোম্পানী ভূমির রাজস্ব বিন্যাসেও মনোযোগী হয়। বিশেষতঃ, চাষযোগ্য জমি স্থানীয়দের পাশাপাশি বহিরাগতদের হাতে তুলে দেওয়ার সচেতন একটা প্রয়াস চলতে থাকে। এর একটা অনিবার্য ফল হলো, জনবিন্যাসগত পরিবর্তন; যা আবার একটা নতুন সমস্যাকে ডেকে আনলো--পুরোনো নতুনের অথবা স্থানীয় ও বহিরাগত বিরোধের অবাধ সম্ভাবনা দেখা দিলো। অন্যদিকে, কোম্পানী সাম্রাজ্যিক স্বার্থে এখানকার অন্ত্যন্ত সমৃদ্ধ বনভূমি ও বনজ সম্পদের ওপর নিজের অনিয়ন্ত্রিত কতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অবিরত সচেষ্ট থাকে।[৩] বৃটিশদের সাথে আসে তাদের মোসাহেবের দল, এরা স্থানীয় এলাকাগুলিতে ব্যবসা, চাকুরী, সুদের ব্যবসা ইত্যাদির সুবাদে জাঁকিয়ে বসে এবং একটা সমান্তরাল অবপ্রশাসন চালু করে; সরকার এদের প্রশ্রয় দিলে জনরোষ বাড়ে। সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক নিপীড়ন কৃষির অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও খরা[৪] যা প্রায় নিত্য ঘটনা ছিলো, তার ফলেও কৃষির অবক্ষয় চূড়ান্ত রূপ নেয়। বস্তুতঃ এগুলি ছিলো কুখ্যাত 'ছিয়াত্তরের মন্বত্তর' (১১৭৬-১১৮০ বঙ্গাব্দ) এর সমকালীন সব ঘটনা, এবং মন্বত্তরের পেছনে এগুলির দায়ভাগ কম ছিলো না।

এইরকম একটা সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ঘৃতাহুতি দেয় বৃটিশ সামরিক অভিযানগুলি এবং তৎজনিত গণ অসন্তোষ। স্থানীয় মানুষ, বিশেষতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিজরা[৫] ক্ষোভে ফেটে পড়লো, যা অনতিবিলম্বেই সংগঠিত এবং সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৭৬৯-এর এই অসন্তোষ প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহের রূপ নেয়। পরিণতিতে আবার হয় সামরিক হস্তক্ষেপ, কোম্পানী প্রশাসন স্থানীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে পুলিশ ব্যবস্থাটিকে কব্জা করে, কিছু ছোটো-ছোটো থানা গড়ে তোলা হয়। এই সুযোগে এলাকার জমিদারদের স্থানীয় এলাকায় আইন-বিচারের ক্ষমতাটি কেড়ে নেওয়া হয়; পাইক, সরদার বা ঘাটোয়াল নিয়োগের ক্ষমতাও তাদের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে, জমিদার যেমন হতমান হলো, তেমনই এই উপজীবিকার মানুষগুলি হয়ে পড়ে কর্মহীন, যা সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়। ১৭৭১-এ দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহে এই সামাজিক অস্থিরতা বিস্ফোরিত হয়। সরকার প্রথমে সামরিক হস্তক্ষেপ ও পরে বিপ্লবীদের নেতা ধলভূম রাজ জগন্নাথ ধলের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, কুইলাপালের জমিদার সুবল সিং। আর এক শক্তিমান নেতা হয়ে উঠেছিলেন, রাইপুরের জমিদার দুর্জন সিং। তিনি একাদিক্রমে প্রায় তিরিশ বছর বাঁকুড়ার দক্ষিণাঞ্চলে রাজস্ব বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন, ধাধকার (বরাভূম জমিদারীর অর্ন্তগত) শ্যামগঞ্জন এবং বরাভূম রাজের পুত্র দুবরাজ [৬], ঘাটশিলা ডোমপাড়ার জগন্নাথ পাতর, যিনি সেই সময় মানভূমে বসবাস করছিলেন।[৭] এই জগন্নাথের সহকারী ডোমপাড়ার আর এক নেতা ছিলেন নয়ন সিং। [৮] এই এলাকার একাধিক গান নয়ন সিং-এর বীরত্বের প্রশংসায় ভরপুর। জগন্নাথ এবং নয়ন সিং দুজনেই গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামার সময় শহীদ হন।

যাইহোক, ১৭৮৩ নাগাদ তৃতীয় চুয়াড় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কুইলাপালের সুবল সিং এবারও আন্দোলনের প্রধান মুখ রূপে উঠে এসেছিলেন। কোম্পানী এক বছরের চেষ্টায় আন্দোলন দমন করে। ১৭৯৩-এ লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করলে বহু চর্চিত 'Sale Law'-এর প্রবর্তন ঘটে।[৯]এই আইনের মোদ্দা কথাটা ছিলো, খাজনা দিতে ব্যর্থ জমিদারদের জমিদারী নিলাম করার বিষয়টি। ঝালদা, পান্ডরা, এবং বিখ্যাত পাঁচেট জমিদারী খাজনা জমা করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। এই এলাকার সবচাইতে বড় এবং সন্মানীয়

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

জমিদারী পাঁচেট সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করলেও সরকার কর্ণপাত করেনি [১০] বরং সরকার তড়িঘড়ি পাঁচেট জমিদারী নিলামের ডাক দিলে ঘটনাটি স্থানীক ক্ষোভের রূপ নেয়। পাঁচেটের এই পরিণতির প্রতিবাদে জমিদাররা এককাট্টা হয়। পরিস্থিতিতে ঘৃতাহুতি পড়ে রাইপুর জমিদারী নিলামের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। অতঃপর শুরু হয়, চতুর্থ চুয়াড় বিদ্রোহ, ১৭৯৮ খ্রীঃ।[১১] রাইপুরের জমিদার দূর্জন সিং ছিলেন এই পর্যায়ের অবিসংবাদী নেতা, অনেক গানে আমরা তাঁর কৃতিত্বের কথা শুনতে পাবো। বস্তুতঃ চুয়াড় আন্দোলন শুরুর সময় থেকেই দূর্জন সিং তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকাটি পালন করে চলেছিলেন, তার সক্রিয় বিদ্রোহী কর্মকালের মেয়াদ প্রায় তিরিশ বছর। তাঁর নেতৃত্বে ফুলকুসমা, ভেলাইডিহি, বোগরী, কর্ণগড় এবং ঘাটশীলার জমিদারদের নিয়ে একটি বৃটিশ বিরোধী অক্ষ গড়ে উঠেছিলো। আন্দোলনের গোড়ার দিকে সরকার বহু চেষ্টার পর একবার ১৭৭৯ তে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিলো, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষীর অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আবার ১৭৯২-৯৩ থেকে বারংবার তাঁকে দমন করার একাধিক প্রচেষ্টা বৃটিশরা করেছিলো এবং শেষাবধি ১৭৯৩-তে তিনি ধরা পড়েন। পরিণতিতে তাঁর জমিদারী নীলামে তোলা হয়; এরই প্রতিবাদে ঘটে চতুর্থ চুয়াড় বিদ্রোহ, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে, কোম্পানী পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয় এবং তাঁর জমিদারী পুত্র ফতে সিং-এর অনুকূলে কোম্পানী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।[১২] বৃটিশদের কাছে এটা ছিলো প্রায় আত্মসমর্পণের নামান্তর। যাইহোক বৃটিশদের এহেন আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে এই আন্দোলনের গণভিত্তিটি বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।অতঃপর প্রায় তিরিশ বছর পর আবার আন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠেছিলো, যা ইতিহাসে গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা নামে প্রসিদ্ধ (১৮৩২)।

প্রসঙ্গতঃ 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা' (১৮৩২) বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া দরকার। গঙ্গানারায়ণ সিংহ ছিলেন বরাভূম রাজ্যের পূর্বতন শাসক বিবেকনারায়ণের পৌত্র। তাঁর বাবা লক্ষণ সিং ছিলেন, রাজা বিবেকনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র, কিন্তু 'পাট রাণী' বা প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত। প্রচলিত প্রথা অনুসারে পাট রাণীর পুত্রই সিংহাসনের আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারী রূপে বিবেচিত হতেন। কিন্তু কোম্পানী লক্ষণের উত্তরাধিকার অস্বীকার করে, তাঁকে বন্দী করা হয়। তিনি, বন্দী অবস্থায় জেলে মারা যান। ঘটনাটা সমকালীন রাজনীতিতে আলোড়নের সৃষ্টি

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

করেছিলো। পরিবর্তে তাঁর বড় ভাই রঘুনাথ নারায়ণকে সিংহাসনে বসানো হয় বৃটিশদের প্ররোচনায়, যুক্তি ছিলো তিনি রাজার জৈষ্ঠ্য পুত্র, তাই হিন্দু উত্তরাধীকার আইন অনুসারে সিংহাসনে তারই অধিকার। প্রায় একই ঘটনার পুনঃরাবৃত্তি হয়, রঘুনাথের মৃত্যুর পর; তাঁর কনিষ্ঠ অথচ পাটরাণীর গর্ভজাত পুত্র মাধব সিং-এর দাবিও বৃটিশরা অস্বীকার করে। পরিবর্তে, জৈষ্ঠ্য পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বসেন সিংহাসনে। একই সঙ্গে মাধব সিং-কে করা হয়, নায়েব।[১৩] মাধব সিং-এর অকথ্য অত্যাচার স্থানীয় লোকজনকে বিদ্বিষ্ট করে তোলে; এই সুযোগকে কাজে লাগান গঙ্গানারায়ণ এবং তাঁর সহযোগীরা। মানভূমের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিপ্লবীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। পাল্লা দিয়ে বাড়ে সরকারের সামরিক হস্তক্ষেপ ও সন্ত্রাস।একাধিক বিদ্রোহীকে সম্মুখ সমরে অথবা ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলা হয়; বস্তুতঃ আমরা গানগুলিতে যে সমস্ত চূয়াড় বীরদের কথা উল্লেখ করবো, অথবা বিভিন্ন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের যে চিত্র দেখতে পাবো, সেগুলি বহুলাংশেই গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামার সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা দু-এক কথার পর আবার তাদের আলোচনায় ফিরে যাবো। যাইহোক, সরকার গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামার পরিপ্রক্ষিতে আবার এই অঞ্চলটিতে নতুন প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে; জেলা জঙ্গলমহল ভেঙে ফেলা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৮০৫-এর অষ্টাদশ রেগুলেশনে জেলা জঙ্গলমহলের জন্ম হয়েছিলো, বাঁকুড়া ছিলো এর সদর শহর।[14] লক্ষ্য ছিলো চূয়াড় আন্দোলনে উপদ্রুত এলাকাগুলিকে শক্ত সামরিক ও প্রশাসনিক নিগড়ে বেধে ফেলা। যাইহোক এই পরিকল্পনারই অগ্রবর্তী পদক্ষেপ রূপে পরবর্তী কালে এই এলাকার প্রশাসনিক মানচিত্রটি বারংবার পরিবর্তিত হতে থাকে। যে ধারাবাহিকতায় জঙ্গলমহল ভেঙে ১৮৩৩-এর ত্রয়োদশ রেগুলেশন্ প্রয়োগে সাউথ ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী আত্মপ্রকাশ করে ১৮৩৩-এ। পরবর্তী কালে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার গর্ভে মানভূম (১৮৭৯) এবং অতঃপর বর্তমান পুরুলিয়া জেলার জন্ম হয় (১৯৫৬)।

এই প্রেক্ষাপটটি মাথায় রেখে আমরা এবার এই আন্দোলন ও তার নেতাদের নিয়ে রচিত লোকগানগুলি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করবো। যদিও আমরা প্রায়শঃই পুরো গানটি উল্লেখ করি নি, শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পঙ্‌তিগুলি তুলে ধরেছি; অবশ্য একথাও মনে রাখা দরকার, লোকগান সাধারণতঃ আকারে প্রকারে

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

অত্যন্ত ছোট্ট হয়, একটি বা দুটি লাইনই ঘুরে-ফিরে গাওয়া হয়, সুতরাং সেই বিচারে সব গানগুলিকে সব সময় কেবলমাত্র একটি পঙ্‌তি ভাবা ঠিক হবে না। যাইহোক, প্রথমে এরকম কয়েকটি গানের উল্লেখ করি : --

ক) হাঁসা রাজা, কাঁসা সিং / মানভূমে লাগলো লড়াই, মরি গেলো রাজা হো বিশান সিং ! খ) জিও জিও গঙ্গানারয়ণ সিংহাসুর / কলিতে কে উঠ্যালেক রণেরই অঙ্কুশ...!! গ) বড়ো ভেদে গো, নয়ান সিং-এর বুকে দিলো টাঁড়া / দু নয়নে বহে ধারা !! ঘ) এই মাটির চূয়াড় গোয়ার বীর, তারা ধইরলো টাঙি-ধনুক-তীর / রক্ত দিয়েছিলো বুক পেতে তারা / মানে নাই ইংরাজের নতুন ধারা / সেদিনের যত ভদ্র বাবু উঁচু জাত, তারাই কাড়তো মোদের পেটের ভাত / কোম্পানীর হয়ে দালালী করতো তারা / কত মরেছিলো চূয়াড় বীর যারা !! ঙ) লাল সিং লঢ়াই করিলি, বিশান সিং লঢ়াই করিলি / চূয়াড় নামে গোরার গুলিয়ে মরিলি / সুবলা সিং সুতানে মরিলি, তবু লঢ়াই করিলি !! চ) গড় রাইপুরে দূর্জন সিং, শিলদায় গোবর্ধন লঢ়াই কর্‌্যেছ্যে / শয়ে-শয়ে ভূমিজ পাতর কাঁড়-বাঁশ ধরয়েছ্যে / লাল সিং কাঁসাই ঘাটে শহীদ হঞয়েছে... / দূর্জন সিং লঢ়াই করয়েছ্যে!! ছ) কাঁড়-কাঁড়বাঁশে প্রতাপ অজিত লঢ়াই করিলো / গোরা সৈন্য ধরয়্যে লিয়্যে শিমুল গাছে লট্‌কাই দিলো / সেই কাঠ জলে-ঝড়ে পড়িয়ে রহিলো/ কোনো ল'কে নাই যেঞ ছুলো / চূয়াড় হঞ্যে প্রতাপ অজিত খামারডাঙায় লঢ়াই করিলো!! জ) কাঁসাই লদীর জল হেল্‌কে বহে গেলো, চূয়াড় ল'ক মরে ফুরালো / তবু লাল সিং-এর, বিসান সিং-এর নাম যে রহিলো / সুব্‌লা সিং কুইলাপালে পলাঞ্যে গেলো, সুতানে মরিলো / লাল সিং-এর, দূর্জন সিং-এর নাম নাঞ্‌ গেলো / রাইপুরের রাজা তবু মর্‌্যে বাঁচিলো / দূর্জন সিং-এর নাম নাঞ্‌ মুছ্যে গেলো / কহিনি মুখে মুখে বাঁচিয়া রহিলো!! [১৫]

এই গৌরবগাথাগুলি চূয়াড় আন্দোলনের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও সাধারণ মানুষের ওপর তাদের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবের নিপুণ স্বাক্ষ্য বহন করছে। একেবারে প্রথম থেকে তৃতীয় গানটিতে হাঁসা রাজা, কাঁসা সিং, বিশান সিং, গঙ্গানারায়ণ, নয়ান সিং ইত্যাদি অল্প খ্যাত এবং বিখ্যাত বিপ্লবী নেতাদের নাম ও কর্মকান্ডের স্পষ্ট উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।পাঁচ নম্বর গানে লাল সিং বা সুবল সিং-এর উল্লেখও এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবী রাখে। এই গানটিতে আবার একবার বিশান সিং-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাঁসা রাজা, কাঁসা রাজা

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

বা বিশান সিং-এর মতো অল্পখ্যাত বা একেবারে অখ্যাত নেতাদের উল্লেখ একথা প্রমাণ করে, আন্দোলনের নেতৃত্ব কেবল মাত্র প্রতিষ্ঠিত নেতাদের হাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, নেতৃত্বের একটা দ্বিতীয় স্তর উঠে এসেছিলো। এর তিনটে সরাসরি প্রভাব এই প্রসঙ্গে বিশেষ নজর কাড়ে--এক প্রথম স্তরের উচ্চ রাজন্য নেতৃবর্গের তুলনায় এই দ্বিতীয় স্তরের নেতারা জনতার অনেকটা কাছাকাছি ছিলো বলাই বাহুল্য। এর ফলে আন্দোলনের গণভিত্তিটি বেশি মজবুত হতে পেরেছিলো যা আন্দোলনের স্থায়ীত্বের একটি বড় কারণ। দ্বিতীয়তঃ, যে কোন আন্দোলনের সাফল্যের অন্যতম শর্ত হলো দ্বিতীয় সারির নেতৃত্বের উদ্ভব ও বিকাশ, কারণ সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর নেতাদের ওপর সরকারী নজরদারী ও নিপীড়নের মাত্রাটা থাকে অনেক বেশি। এর ফলে এদের কব্জা করতে পারলেই, আন্দোলনের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেওয়ার কাজটা বিরোধীদের পক্ষে সহজ হয়। এই অবস্থায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতৃত্ব মজুদ থাকলে, আন্দোলন নেতৃত্ব হীন হয়ে পড়ে না। তৃতীয়তঃ আন্দোলনের সংগঠন, পরিচালন ব্যবস্থা এর দ্বারা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারে, নেতৃত্বের স্বৈর মানসিকতা বিকশিত হতে পারে না, কারণ দ্বিতীয় স্তরের নেতারা সহজবোধ্য কারণেই এই স্বৈর প্রবণতার বিরুদ্ধে যেয়ে আন্দোলনের রাশটি নিজেদের হাতে তুলে নিতে সদা প্রস্তুত থাকে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে তারা একটা প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের স্বৈর প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রেশার গোষ্ঠী বা প্রতিরোধক আস্তরণ (shield) রূপে কাজ করে।

দ্বিতীয় গানটি একটু বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এখানে বিখ্যাত গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা (১৮৩২-৩৩)-র নেতা গঙ্গানারায়ণ সিংহ-এর কথা বলতে যেয়ে, কবি লক্ষ্যণীয় ভাবে তাঁকে সিংহাসুর অর্থাৎ ‘সিংহ’ এবং ‘অসুর’ এই দুই মহাবলীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমরা জানি, বিশ্ব ঐতিহ্যে সিংহ প্রাণীকুলের রাজা , অসম্ভব শক্তিমান ও রাজকীয় মেজাজের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। সুতরাং এর থেকে পাঠক সহজেই গঙ্গানারায়ণের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের একটা ইঙ্গিত পাবেন। অন্যদিকে অসুরের উপমাটিও কম আকর্ষক নয়। কারণ অসুর আদিবাসী ধারণায় মহাবলী ও মহাবীর রূপে খ্যাত এবং তাঁর ‘দেব’ বা ‘সুর’ বিরোধী রূপটি অনার্য জনগোষ্ঠীর কাছে চরম অভিপ্রেত ও শ্রদ্ধেয়। এ থেকে এই রকম একটা অনুসিদ্ধান্তও করা যায়, এতদ্ অঞ্চলের অনার্য মানুষ, রক্ত পরম্পরায় আর্য ও অনার্য সংঘাতের যে ঐতিহ্য বহন করছে, তারই বিচ্ছুরণ ঘটছে বৃটিশ বিরোধী

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

সংগ্রামের ঘটনা ও কার্য পরম্পরায়। এও বলা যায়, ভারতীয় অনার্য মানসিকতায় সাধারণ ভাবে আর্য-অনার্য সংঘাত দেশীয় কালো চামড়ার অনার্যদের দ্বারা বহিরাগত শ্বেত চর্মের আর্যদের অগ্রসর প্রতিহত করার লড়াই বলে প্রতিভাত হতে পেরেছিলো। সুতরাং এই ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটেও তাদের সমবেত কৌম স্মৃতিতে (Collective Racial Memory) সেই আর্য-অনার্য বা সুর-অসুরের লড়াই, যা হয়তো বা বর্ণ-বিদ্বেষী লড়াই-এরও প্রাচীন স্মৃতি, তার বহমানতারও একটা ইঙ্গিত, কবি পাঠক বা শ্রোতাদের জন্য রেখে গেছেন।

তৃতীয় গানটিতে জনৈক নয়ন সিং-এর ধরা পড়া ও তাঁর শাস্তির প্রক্রিয়াটি নজর কাড়ে; প্রচলিত যে সমস্ত শাস্তির নজির আমরা পেয়ে থাকি, এখানে তা নেই; টাড়া নামে একটি কাঠের দলন যন্ত্রের কথা এখানে বলা হচ্ছে, মোটা কাঠের গুঁড়ি শাস্তি প্রাপকের বুকে মোটা দড়ি দিয়ে বেধে দেওয়া হতো এবং তাকে শুইয়ে সেটাতে দুপাশ দিয়ে চাপ দেওয়া হতো বলে মনে হয়, এর ফলে বুকের হাড় ভেঙ্গে, অসহনীয় যন্ত্রণায় শাস্তি প্রাপকের মৃত্যু ঘটতো। চতুর্থ গানটি আরও বেশি করে মাটির কথা বলে, এটিতে আর নেতাদের কথা নেই, আছে চূয়াড় জনতার কথা, যারা মানতে অস্বীকার করেছিলো বৃটিশের নতুন নিয়ম-কানুন; দেশীয় অস্ত্র নিয়ে লড়াই করেছিলো, অকাতরে দিয়েছিলো প্রাণ! অন্য একটি ব্যাপারও বিশেষ ইঙ্গিতবাহী--এখানে শিষ্ট জাতগুলি যারা জনসাধারণ্যে ভদ্রলোক নামে পরিচিত, তারা যে বিদেশীদের পদলেহন করছিলো, লোককবি সখেদে তার ইঙ্গিত করেছেন। ষষ্ঠ গানটিতে দূর্জন সিং ও গোবর্ধনের পাশাপাশি লাল সিং এর নাম আবারও উল্লেখ করা হয়েছে। সাত সংখ্যক গানটিতে নতুন দুজন স্বল্পখ্যাত নেতার উল্লেখ লক্ষ্য করি—অজিত আর প্রতাপ; এখানে খামারডাঙ্গা নামক বর্তমান বাঁকুড়ার একটি জায়গায় যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, যে যুদ্ধে পরাজয়ের সুবাদে কতৃপক্ষ একটি শিমুল গাছে ঝুলিয়ে তাদের ফাঁসী দেয়, এই ফাঁসী কাঠটি দীর্ঘকাল জলে-ঝড়ে পড়েছিলো এই স্বাক্ষ্যও পাওয়া যায়। অষ্টম তথা শেষ গানটিতে, এই সংগ্রামে কাতারে কাতারে চূয়াড়-ভূমিজ মানুষের প্রাণ দেওয়ার হৃদয় বিদারক দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। সেই সঙ্গে একাধিক উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী নেতার আঞ্চলিক পরিচিতি, তাদের মৃত্যুর স্থান অথবা আত্মগোপনের স্থানিক পরিচিতি ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন সুবল সিং কুইলাপালে পালিয়ে গেলেন, অথবা তাঁর মৃত্যু হলো সুতানের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায়; দুর্জন সিং যে গড়

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

রাইপুরের শাসক ছিলেন, তাও লোককবি আমাদের জানালেন। একইভাবে পাঁচ, ছয় ও সাত নম্বর গানেও নেতাদের মৃত্যুর জায়গা বা তারা যে এলাকায় লড়াই করেছিলেন, সেই সব স্থান গুলির সঙ্গে কবি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমরা জানলাম, গড় রাইপুরে দুর্জন সিং, শিলদায় গোবর্ধন, খামারডাঙ্গায় প্রতাপ বা অজিতের মতো নেতারা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।[১৬] লাল সিং এর মৃত্যু হয়েছিলো কাঁসাই নদীর কোনো একটি ঘাটে, এখনও বাঁকুড়া জেলায় লাল সিং এর ঘাট দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। এটি বাঁকুড়ার রাইপুরের কাছে 'বড়দিসিনি' পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে কাঁসাই যেখানে দক্ষিণমুখী হয়ে রাইপুরে প্রবেশ করেছে, তার কাছাকাছি অবস্থিত। পাহাড়টির কাছে অবস্থিত চুয়াডাঙ্গার জঙ্গলে সাহেববাঁধ নামে একটি দিঘীর কাছে, লাল সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযানের সময় বৃটিশরা ছাউনি ফেলেছিলো।[১৭] অবশ্য এখানে বৃটিশদের সঙ্গে সংঘর্ষে লাল সিং শহীদ হয়েছিলেন, এর সপক্ষে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি; তবে প্রচলিত লোকবিশ্বাস এরকমই। ইতিহাস জানতে লোকবিশ্বাস নিঃসন্দেহে কিছুটা ভূমিকা পালন করে; তবে ততোধিক বড় ভূমিকা পালন করে জনতার মেজাজটিকে বুঝতে, Folk Legend বা Folk Myth গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে লোকবিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ইতিহাসের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এদের অবশ্যই ইতিহাসের উৎস রূপে মর্যাদা দেওয়া যায়। প্রসঙ্গত, লাল সিং সম্পর্কে দু একটি প্রাসঙ্গিক কথা আমরা জেনে নেবো। লাল সিং এবং তাঁর ছেলে পঞ্চানন সিং চূয়াড় আন্দোলনের বহুল আলোচিত দুই প্রখ্যাত নেতা। এরা ছিলেন বিখ্যাত গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামার সময় গঙ্গানারায়ণের দুই বিশ্বস্ত সহযোগী। এও লক্ষ্যণীয়, গঙ্গানারায়ণ যেমন চূয়াড় আন্দোলনের একেবারে শেষ পর্যায়ে আবির্ভূত ও নেতৃত্বে অভিষিক্ত হলেন, লাল সিং কিন্তু তা নন। ১৭৬৫ তে দেওয়ানী লাভের অনতিবিলম্ববেই, ১৭৬৬-৬৭ থেকে কোম্পানী এই এলাকার বৃটিশ প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থার বিরোধীতাকারী সর্দারদের দমন করার জন্য সামরিক অভিযান শুরু করলে, লাল সিং তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।[১৮] বরাভূম রাজের সতেরোখানি তরফের সর্দার ছিলেন এই লাল সিং। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বরাভূম পরগণা চারিটি তরফে বিভক্ত ছিলো; সতেরোখানি, পঞ্চসর্দারী, ধাদকী ও তিনসওয়া। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হেনরী স্ট্র্যাচী স্বীকার করেছিলেন, সর্দারদের মধ্যে সবচাইতে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন লাল সিং। স্থানীয়

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

এলাকাগুলিতে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, স্থানীয় প্রভাবশালীরা তাকে ‘সুখনিদি’ নামে একটি কর দিতো; যার লক্ষ্যই ছিলো করের বিনিময়ে শান্তি ক্রয়--সুখে নিদ্রা যাওয়ার নিশ্চয়তা।[১৯]

এই গানটিতে আরও বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নেতার পরিচয় ও কৃতিত্ব আমরা এই প্রসঙ্গে একটু খতিয়ে দেখে নেবো।গোবর্ধন ছিলেন মেদিনীপুরের শিলদা এলাকার নেতা; এই শিলদা তে তিনি বৃটিশদের শক্ত চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলেছিলেন, তা লোককবির স্বাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট। এনার পুরো নাম গোবর্ধন দিকপতি। বাঁকুড়ার রাইপুর-এর দূধর্ষ দূর্জন সিং-এর ইনি সমসাময়িক। ইতিহাসের অপরাপর স্বাক্ষ্য থেকে জানা যায়, গোবর্ধন চারশো চুয়াড় সেনার একটি দল নিয়ে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা শহর লুঠপাট করেছিলেন, ১৭৯৮-এর জুলাই মাসে। সেপ্টেম্বর মাসে এই বিদ্রোহীদের দল নয়াবসন পরগণায় লুন্ঠন চালায়।সাময়িক পশ্চাদপ্সরণের পর ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী আবার ফিরে আসে এবং পুরো মেদিনীপুর শহরকে লুন্ঠন ও সামরিকতায় সন্ত্রস্ত করে রাখে।[২০] সপ্তম গানটিতে প্রতাপ ও অজিত নামে দুই স্বল্পখ্যাত নেতার বৃটিশ-বিরোধী লড়াই-এর কথা, যা আগেই বলা হয়েছে, এবার এই উল্লেখের বিশেষত্বটুকু বলি।প্রতাপ ও অজিত নামে দুই স্বল্পখ্যাত নেতা বাঁকুড়ার খামারডাঙার একটি সংঘর্ষে পরাজিত ও বন্দী হন, তাদের জন সমক্ষে ফাঁসী দেওয়া হয়। ইতিহাসেও ঘটনাটির স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু লোককবি যে দুজন শহীদের কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে অজিতের পরিচয়টি একটু অস্পষ্ট। ইতিহাস বলছে, ফুলকুসমার জমিদার শ্রী দর্পনারায়ণ এবং শ্যামসুন্দরপুরের জমিদার শ্রী প্রতাপনারায়ণ দেব ছিলেন, গঙ্গানারায়ণের বিশিষ্ট সহযোগী,এরা একত্রে মালিয়াড়া লুন্ঠন করেছিলেন।গঙ্গানারায়ণ একবার বৃটিশদের তাড়া খেয়ে ফুলকুসমার নিকটবর্তী মোটগদাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন; বৃটিশরা সহজবোধ্য কারণে তাঁর পশ্চাদ্‌ধাবন করে আসে এবং গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে তাদের আঁতাতের অভিযোগ এনে দর্পনারায়ণ এবং প্রতাপনারায়ণকে বন্দী করে জনসমক্ষে বাঁকুড়ার মোটগদার নিকটবর্তী একটি জায়গাতে তাঁদের ফাঁসী দেয়, এই জায়গাটি পরবর্তীতে যেখানে রাজাদের কাটা বা মারা হয়েছিলো, এই সূত্রে ‘রাজাকাটা’ নামে পরিচিত হয়; এখনও এই নামেই এর পরিচতি।যাইহোক একটা জিনিস পরিস্কার যে দুজন বিপ্লবীকে এখানে মারা হয় তাঁদের মধ্যে কেউই অজিত নামে পরিচিত নন। কাছাকাছির

মধ্যে প্রতাপনারায়ণের এক ভাইপোর নাম পাওয়া যাচ্ছে, যার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো,[২১] তবে তাঁর নাম কিন্তু পরিস্কারভাবে অজিত নয়, অন্তঃত গ্রাম্য উচ্চারণে এর নামটি হলো 'আইথুদেব'; এখন অজিত যদি আইথু অথবা আইথু যদি অজিত এইভাবে উচ্চারিত হয়; তাহলে হয়তো বা কিছুটা নাম বিভ্রাটের ব্যখা মেলে; কিন্তু ফাঁসী হলো প্রতাপনারায়ণ আর দর্পনারায়ণের, আর লোককবি নাম উচ্চারণ করলেন, প্রতাপ আর তাঁর ভাইপোর; এরও তো কোন ব্যখা মেলে না। তাহলে কি অজিত এপিসোডটি অন্য কোনো ঘটনার সঙ্গে জড়িত; লোককবি ভ্রান্তিতে জড়িয়েছেন! অথবা কবি নিজের পরিচিত এই অজিতকে গানে গানে অমরত্ব দিতে চেয়ে ইচ্ছে করে ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিটি ঘটিয়েছেন? অথবা অজিত যদি অন্য কোনো বড় ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাহলে তার সেই নির্দিষ্ট ঘটনাটি কি?

আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, লোককবিরা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার একটি নিজস্ব ধরণের বয়ান তৈরী করেন, যেখানে ঘটনাক্রমের উল্লেখটি খুব নিপুণতায় আঁকা হয়; কিন্তু নির্ধারিত সাল-তারিখ উল্লেখ করার ব্যাপারে তাদের একটা সহজাত দূর্বলতা আছে। এর ফলে ঐতিহাসিক তথ্যরূপে এগুলির মান খানিকটা নীচে নেমে যেতে বাধ্য। আসলে আমাদের মনে রাখতে হবে, লোককবি তো প্রাথমিকভাবে ঐতিহাসিক ননও, তিনি প্রথমতঃ প্রায়শই একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং পরিচয়ে তিনি একজন গ্রাম্য সাহিত্যিক, তাঁর না আছে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার ট্রেনিং, না আছে সমাজবিজ্ঞানের হালফিলের গবেষণা সম্পর্কে কোনো ধারণা ! তবে লক্ষ্য করার বিষয়, সরকার অনেকসময় নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে অথবা নিছক বিষয়টিকে পাত্তা না দেওয়ার মানসিকতা থেকে অথবা নিজেদের অপকীর্তি ঢাকতে অনেক স্থানীয় আন্দোলন বা হাঙ্গমা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত নীরবতা পালন করে থাকে। কিন্তু লোককবি খুব স্বতঃস্ফুর্তভাবে সেই স্থানীক ও রাজনেতিক প্রেক্ষাপটের বিচারে তুলনামূলক অনুল্লেখ্য ঘটনাগুলিকেও বাদ দিয়ে যান না, খানিকটা স্থানীয় আবেগের বশবর্তী হয়ে বিষয়টিকে অনাগত কালের জন্য সংরক্ষিত রাখার কাজটি করেন; যা পরবর্তীতে ঐতিহাসিকদের কাজে আসে। তবে এই ধরণের তথ্যের ব্যবহারটি হতে হবে অত্যন্ত সতর্ক ও বিজ্ঞানসম্মত, তবেই ইতিহাস চর্চায় এর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি নিষ্কন্টক হবে।

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

সমকালে বিপ্লবী ও আদর্শবাদী ভাবধারা প্রচারেও এই মৌখিক সাহিত্যগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও এগুলির একটি বৃহত্তর ঐতিহাসিক ভূমিকা আমাদের নজর কাড়ে। আমরা দেখেছি, প্রচলিত ঐতিহাসিক সূত্রগুলি প্রয়শঃই ইতিহাসের মোটা ঘেরাটোপগুলো থেকে বেরোতে পারে না। বিপরীতে লোকগান ছুঁয়ে যায় বোরখার ভেতরের রক্তমাংসের বাস্তবতাটুকুকে। সাধারণভাবে লোকগান সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক নির্ণয় ও সেই সম্পর্ককে প্রকাশিত করার যে উদ্যোগ আয়োজন নিজের মধ্যে আত্মীকৃত রাখে তার বিস্তারটি বিপুল ও প্রায় সীমাহীন। একসময় লোকগানের জন্মটি যেহেতু হয়েছিল, ধর্মীয় আচার, রীতি-নীতির গর্ভে, সেইহেতু এর আঙ্গিক অথবা প্রকাশ সর্বত্রই একটি ধর্মীয় প্রবণতার চোরাস্রোত থাকে, এইসূত্রেই একটি বড় সংখ্যার গান রচিত বা গীত হয় ধর্মীয় বাণী, ধর্মপুরুষ বা দেবতার কীর্তিকান্ড প্রচারে, এটা যে কোন ধরণের লোকগানে বেশ স্পষ্ট। উল্টোদিকে বিশিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কীর্তিকান্ড, বিশিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা, মানবতাবাদী উদারনৈতিক কাজকর্ম, এমনকি সক্রিয় বিপ্লববাদী কাজকর্মের স্পষ্ট গ্রন্থনা করে রাখে লোকগান। তাই এর মধ্যে পাওয়া যেতে বাধ্য সমকালীন স্পিরিট ও কাজকর্ম। সমকালীন সাহিত্য, বিশেষত লোকসাহিত্য ও তার বলিষ্ঠতম শাখা লোকগান যে ঐতিহাসিক সত্যসমূহ অন্তরে লালন করে, সেগুলি প্রচলিত রাষ্ট্রীয় বয়ানের তোয়াক্কা না করে গ্রামসমাজের একেবারে অন্তঃস্থল থেকে এক নিজস্ব বয়ান তুলে আনে, যা অনেকটা কয়লা বা পাথরের সঙ্গে আটকে থাকা আকাটা হীরের মতো। এর মধ্যে থাকে জনতার নিবিড়তম অভিজ্ঞতার স্ফুরণ, সুতরাং এর ঐতিহাসিক মূল্য যে কোন অর্থেই অনস্বীকার্য। আরো উল্লেখ্য, প্রচলিত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসের আকরগুলি বড় মাপের ঘটনা, বড় বড় ভাবনাকে বিশেষ প্রশ্রয় দেয়, এর বাইরে বৃহত্তর লোকসমাজের মধ্যে প্রচুর ক্ষুদ্রতর ও অপাক্তেয় স্বর বেড়ে ওঠে, এই স্বরগুলি রাষ্ট্রের স্বরে স্বর মেলায় না, ফলতঃ একধরণের স্বাতন্ত্র্য এর মধ্যে বেড়ে ওঠে। এই অপ্রচলিত স্বরগুলিতে নিবিড় পাঠ ও পর্যবেক্ষণ সম্ভব হলে, ইতিহাসের এযাবৎ নজরে না আসা স্থানীক পরতগুলি উন্মোচিত হতে পারবে, যার দ্বারা বড় ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া সংযোগসূত্রগুলি পুণঃস্থাপিত হতে পারবে। এইভাবে লোকগান তার চিরাচরিত শৈল্পিক যোগদানের পাশাপাশি সমাজবিদ্যা চর্চার গুরুতর হাতিয়ার

হয়ে উঠতে পারে এবং এইসূত্রে এই অনুসিদ্ধান্ত ভুল নয় যে, চুয়াড় আন্দোলন ও তার নেতাদের নিয়ে লেখা গানগুলি লোকগানের এই মান্য প্রবণতার স্বাক্ষ্যপ্রমাণ রূপে বিশিষ্টতা দাবী করতেই পারে।

তথ্যসূত্রঃ

১। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচারিয়া ও অন্যান্য (সম্পাঃ), ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পুরুলিয়া, গভঃ অব্ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ক্যালকাটা, ১৯৮৫, পৃঃ ৯৪।

২। ঐ।

৩। জে. সি. ঝা, দ্য ভূমিজ রিভোল্ট, ১৮৩২-৩৩, মুনসিরাম মনোহরলাল, নিউ দিল্লী, ১৯৬৫, পৃঃ ২-৩।

৪। তরুণদেব ভট্টাচারিয়া, পুরুলিয়া, ফার্মা কে. এল. এম., কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ১৫২।

৫। ভূমিজরা ছোটোনাগপুরের এক বিশিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠী। ছোটোনাগপুরের মুন্ডা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এরা সম্পর্কিত। এই প্রাচীন জনগোষ্ঠীটি ছোটোনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে নেবে এসে পঃ মানভূম, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম এবং পঃ বাঁকুড়ার নদী উপতক্যাগুলিতে বসতি বিস্তার করেছিলো। জমি বা ভূমির মালিকানার সূত্রে এরা কালক্রমে ভূমিজ নামে পরিচিত হয়, অর্থাৎ ভূমি থেকে জাত বা উৎপন্ন। পরবর্তীতে এরা হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে; এমনকি, নিজেদের অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার উত্তরাধীকার ত্যাগ করে ইন্দো-এরিয়ান ভাষা পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠে, যদিও মুন্ডাদের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা রয়েই যায়। নিজেদের জাত্যাভিমান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এরা উত্তর ভারতীয় রাজপুতদের সঙ্গে নিজেদের রক্ত সম্পর্কের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়, যা প্রতিষ্ঠাকামী আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির প্রায় রেওয়াজ হয়ে উঠেছিলো। এই সূত্রে কালক্রমে নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়, যে ক্ষত্রিয়ত্বর সঙ্গে ঈশ্বর অনুমোদিত শাসনকর্তা হয়ে ওঠার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিলো। (সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী, কলোনিয়ালিজম, রিসোর্স ক্রাইসিস এন্ড ফোর্সড মাইগ্রেশন, পৃঃ ৭, ডাবলু. ডাবলু. এমসিআরজি.এসি.ইন, সংগ্রহের তারিখ— ২৫/০৬/২০২০ এবং ২৪/১১/২০২০)। তাদের সামরিক উৎকর্ষতার কারণে স্থানীয় সামন্তরা এদের জমি

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

দান করে; এই সূত্রে এরা একদিকে অর্থবান ও প্রতাপশালী হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে বৃটিশরা এদের প্রতিপত্তি হরণের চেষ্টা করলে এরা বিদ্রোহী হয়।

৬। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচারিয়া ও অন্যান্য (সম্পাঃ),পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৯৫-৯৬।

৭। সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭-১৯৪৭, প্রগতিশীল প্রকাশক, কোলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ১৯।

৮। জলধর কর্মকার, জঙ্গলমহল থেকে পুরুলিয়া—এক রক্তাক্ত অধ্যায়, ডি. পি. জানা (সম্পাঃ), অহল্যাভূমি পুরুলিয়া, খন্ড-১, দীপ প্রকাশন, কোলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৫৪।

৯। ওয়াল্টার কে. ফার্মিঙ্গার (সম্পাঃ), হিস্টোরিক্যাল ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য ফিফথ রিপোর্ট , ইন্ডিয়ান স্টাডিস: পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট, ক্যালকাটা রিপ্রিন্ট, ১৯৬২, পৃঃ ৩৫-৩৬।

১০। এইচ. কুপল্যান্ড, বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, মানভূম, দ্য বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ক্যালকাটা, ১৯১১,

পৃঃ ৫৭।

১১। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচারিয়া ও অন্যান্য (সম্পাঃ),পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৯৮।

১২। সুদীপ্ত পোড়েল, অতীত বাঁকুড়ার কৃষি চিত্র, গীরিন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (সম্পাঃ), বাঁকুড়ার খেয়ালী, জঙ্গলমহল সংখ্যা, সম্পাদকের নিজস্ব প্রকাশনা, বাঁকুড়া, ২০১৪, পৃঃ ২০১।

১৩। তরুণদেব ভট্টাচারিয়া, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৫৬-১৫৭।

১৪। এই নতুন জেলার সঙ্গে তেইশটি পরগণা ও মহাল যুক্ত করা হয়। এগুলির মধ্যে পাঁচেট সহ তেরোটি নেওয়া হয়, বীরভূম থেকে। সেনপাহাড়ী, শেরগড় এবং বিষ্ণুপুরের একটি বড় অংশ (কতুলপুর পুলিশ এলাকা বাদে) বর্ধমান থেকে এবং মেদিনীপুরকে কেটে ছাতনা, সুপুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল,

Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

ভেলাইডিহা, বরাভূম এবং মানভূম এই নতুন জঙ্গলমহলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। বাঁকুড়াকে করা হয় সদর শহর (বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচারিয়া ও অন্যান্য (সম্পাঃ) , পূর্বোদ্ধৃত, পৃ: ৯৯)।

১৫। গানগুলি গীরিন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (সম্পাঃ), বাঁকুড়ার খেয়ালী, পূর্বোদ্ধৃত, থেকে সংগৃহীত।

১৬। সুশীল মাহাতো, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঁকুড়ার মাটির গান, গীরিন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (সম্পাঃ), বাঁকুড়ার খেয়ালী, ঐ, পৃঃ ৬৪-৬৬।

১৭। সুশীল মাহাতো, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঁকুড়ার মাটির গান, গীরিন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (সম্পাঃ), বাঁকুড়ার খেয়ালী, ঐ, পৃঃ ৬৯-৭০।

১৮। তরুণদেব ভট্টাচারিয়া, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৪৭ এবং ১৫৯।

১৯। হেনরী স্ট্র্যাচী, নোটস অন বরাভূম, ১৩/০৪/১৮০০, তরুণদেব ভট্টাচারিয়া, ঐ, পৃঃ ১৬০।

২০। সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সুদীপ্তা মুখার্জী চক্রবর্তী, মানভূমে চুয়াড় বিদ্রোহ ও বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের যুগ, ১৭৬৭-১৮৫৭, এ. কে. ডিস্ট্রিবিউটার, পুরুলিয়া, ২০১০, পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

২১। সুদীপ্ত পোড়েল, অতীত বাঁকুড়ার কৃষি চিত্র, গীরিন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (সম্পা), বাঁকুড়ার খেয়ালী, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ২৬৭।